রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ১৫, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০১ চৈত্র ১৪২৭/ ১৫ মার্চ ২০২১

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২১.০৭১—বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ..... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

২। খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৪ ফাল্গুন ১৪২৭/০৯ মার্চ ২০২১ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ২৪ ফাল্গুন ১৪২৭ / ০৯ মার্চ ২০২১

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ..... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

জনাব ইব্রাহিম খালেদ ১৯৪১ সালে গোপালগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোলে স্নাতকোত্তর ও ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ) হতে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন।

বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের অধিকারী খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ ১৯৬৩ সালে তৎকালীন হাবিব ব্যাংক লিমিটেডে প্রবেশনারি কর্মকর্তা হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন এবং সুদীর্ঘ প্রায় ছয় দশক ব্যাংকিং খাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ১৯৯৮ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসাবে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক এবং পূবালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে সততা ও সাহসিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পূবালী ব্যাংক-কে দেশের বেসরকারি খাতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকে পরিণত করেন। তিনি ব্যাংকিং খাতের বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তুলে ধরে তা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম)-এ অধ্যাপনা করেছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দর্শনের প্রতি খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদের ছিল গভীর অনুরাগ, বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর আর্থ-সামাজিক ভাবনা, ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব এবং বঙ্গবন্ধুর গণমুখী অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি 'মুক্তিসংগ্রাম ও মহানায়ক' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'ব্যাংকিং সংস্কার ও ব্যবস্থাপনা', 'জীবন যখন যেমন' এবং 'ফিরতে হবে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে' উল্লেখযোগ্য।

ব্যক্তিগত জীবনে খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, সদালাপী, বন্ধুবৎসল, মুক্তচিন্তা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী একজন উদারনৈতিক মানুষ। পেশাগত জীবনের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় শিশু কিশোর সংগঠন কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলার পরিচালক এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

জনাব ইব্রাহিম খালেদ ব্যাংকিং ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সালে বাংলা একাডেমি কর্তৃক সম্মানসূচক ফেলোশিপ ডিগ্রিতে ভূষিত হন। এছাড়া তিনি 'খান বাহাদুর আহছানউল্লা স্বর্ণপদক' ও 'খান বাহাদুর নওয়াব আলী চৌধুরী' পদকে ভূষিত হন।

জনাব ইব্রাহিম খালেদের মৃত্যুতে দেশ একজন বিশিষ্ট ব্যাংকার ও প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদকে হারালো।

মন্ত্রিসভা খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd